তারিখ ... 28 JUL 1997
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম-২

দৈনিক ইনকিলাব

সূর্যসেন হল পরিস্থিতিতে সমঝোতার প্রশ্ন

কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে ঃ ছাত্রলীগকে আরো আন্তরিক হতে হবে —— এ্যানি

ছাত্র দলকে হল ফিরিয়ে দেব কিন্তু তাদের কোন গ্রুপকে দেব ঠিক করুন —— শামীম

গিয়াস উদ্দিন রিমন ঃ ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিদিন অবনতি ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশের। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল শ্রেণীর পরীক্ষার এ সময়ে জীবন ও শিক্ষার নিরাপত্তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা এখন চরম উদ্বিগ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাচ্ছেন এই অনাকাংখিত পরিস্থিতি এড়াতে। কিন্তু অচলাবস্থার দিকেই ধাবিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। গত বৃহস্পতিবার মুজিববাদী ছাত্রলীগ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র দলের সর্বশেষ শক্ত ঘাঁটি সূর্যসেন হল দখলের ঘটনা এ অনাকাংখিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হল দখলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী সমঝোতার কয়েক দফা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই উদ্যোগ বারবার আশার সঞ্চার করলেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। ফলে গতকাল থেকে ছাত্র দলের ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু হয়েছে। তা হলে কি সমঝোতার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে? হল দখলে রাখা, আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়াই কি হচ্ছে শেষ পরিণতি?— এই প্রশ্নের জবাবে দু'পক্ষই বলছেন— 'না'। ছাত্র দল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এবং ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম দু'জনই বলছেন, এখনও সমঝোতার পথ খোলা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও এখনও আশাবাদী। তিনি বলছেন, সৃষ্ট পরিস্থিতি নিরসনে তিনি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা চান। তাহলে কোথায় বাধা, কেন সমাধান ১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

সূর্যসেন হল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে না সূর্যসেন হল সমস্যার? এই প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের। তারা চান, ক্যাম্পাস যেন আবার রণাঙ্গনে পরিণত না হয়, তারা চান শান্তিপূর্ণ সমাধান।

ছাত্রদল সভাপতি এ্যানি বলেন, ছাত্র দলসহ গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোকে স্তব্ধ করে দিতে, সরকারের বিরুদ্ধে যাতে আন্দোলন গড়ে না উঠতে পারে সেজন্যই ছাত্রলীগ পরিকল্পিতভাবে সূর্যসেন হল দখল করেছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফিস বাড়ানোসহ সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চরম রূপ নেয়ায় তাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য সরকারী নীল নকশা অনুযায়ী সূর্যসেন হল দখল করা হয়েছে। জনাব এ্যানি বলেন, ছাত্রলীগ আন্তরিক হলে এবং সেই অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলে এ সমস্যার সমাধান হবে। এক্ষেত্রে সকলের দায়িত্ব আছে। আমরা সহযোগিতা করবো, কিন্তু উদ্যোগটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে, ছাত্রলীগকে আরো আন্তরিক হতে হবে, যে কথা বলবে সে কথা রাখতে হবে। শুধু সূর্যসেন হল নয়, সকল হলেই ছাত্র দল কর্মীদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, ভিসির আন্তরিকতা আছে, কিন্তু সন্ত্রাসীরা তাকে ঘিরে রেখেছে বলে তিনি কিছু করতে পারছেন না। এভাবে তিনি ব্যর্থ হলে তা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলবোই। ছাত্র দল সভাপতি বলেন, সূর্যসেন হলে শহীদ জিয়ার ছবি মুছে ছাত্রলীগ সমঝোতার প্রক্রিয়া ভঙ্গ করেছে। আমাদের কর্মসূচী চলছে, তবু কর্তৃপক্ষ সুন্দর উদ্যোগ নিলে আমরা সহযোগিতা করব।

অপরদিকে, ছাত্র লীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম বলেন, ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে সূর্যসেন হল সমস্যার সূচনা হয়। এ সংকট ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ সংকট।

এটাকে নিয়ে সারাদেশে ধর্মঘট ডাকা, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া অর্থহীন। তিনি বলেন, সূর্যসেন হল প্রশ্নে সমঝোতার পথ এখনও অবশ্যই খোলা আছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। ছাত্র লীগ যে কোন আলোচনায় আন্তরিক। কিন্তু সূর্যসেন হল সংকট সমাধানের আগে ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ সংকট সমাধান করতে হবে। ছাত্র লীগ সভাপতি বলেন, সমঝোতা হবে,-সূর্যসেন হল ছাত্রদলকে ফিরিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো, কিন্তু ছাত্রদলের কোন্ গ্রুপকে দেবো, এ্যানিকে দেবো, না পিন্টুকে দেবো, তা আগে ঠিক করুন। জনাব শামীম বলেন, ছাত্রদল সভাপতি বলেছেন, তিনি সূর্যসেন হল পূর্বাবস্থায় চান। কিন্তু আমরা কাউকে দখলদারিত্ব দিতে পারি না। সূর্যসেন হল কাউকে লীজ দেয়া যাবে না। হলের বৈধ ছাত্ররাই হলে থাকবে, কোন বহিরাগত থাকবে না। শুধু সূর্যসেন নয়, সকল হলেই বৈধ ছাত্ররা থাকবে। তাই যে কোন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে ছাত্র লীগ আন্তরিক।